সূরা আল্ 'আদিয়াত-১০০

(হিজরতে পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

জাবির, ইকরামা এবং ইব্নে মাসউদ (রাঃ) এ অভিমত রাখেন, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলোর অন্তর্গত। ইব্নে মাসউদ (রাঃ) ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর প্রাথমিক সাহাবীগণের অন্যতম এবং কুরআনের সূরাসমূহের অবতীর্ণকাল সম্বন্ধে প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞ। সময়ের দিক থেকে এ সূরার স্থান পূর্ববর্তী সূরার অব্যবহিত পরে। পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরাতে নবী করীম (সাঃ) এর সময়কালের অবস্থা এবং শেষ যুগের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সূরা যিল্যালে শেষ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসামান্য ও অভূতপূর্ব উন্নতির কথা, বিশেষত ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। বর্তমান আলোচ্য সূরাটিতে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা এবং কঠিন প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে তাদের কুরবানী ও আত্ম-বিসর্জনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সুফীগণের অনেকে মনে করেন, এ সূরা সে সকল নিবেদিত প্রাণ ধর্মপরায়ণ মু'মিনগণের অবস্থা বর্ণনা করছে যাঁরা নিজেদের ইন্দ্রিয়াসক্তি ও বদভ্যাসসমূহ দমন করার জন্য ক্রমাগত আত্মসংযমের জিহাদ করতে থাকেন, যার ফলস্বরূপ তাঁরা আল্লাহ্র কাছ থেকে ঐশী জ্যোতি লাভ করে থাকেন।

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ اٰيَةً وَّرُكُوْعٌ

সূরা আল্ 'আদিয়াত-১০০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ②

২। ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বারোহী দলসমূহের কসম[৩৪১০]।

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ③

৩। আর তাদের (কসম যাদের ঘোড়ার ক্ষুরের) আঘাতে স্ফুলিঙ্গ ঠিক্রে বের হয়[৩৪১১]।

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ④

৪। আর (তাদের কসম) যারা প্রত্যুষে আক্রমণ চালায়[৩৪১২]

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ⑤

৫। এবং এ (আক্রমণের) মাধ্যমে (প্রত্যুষে) ধূলিঝড় তোলে[৩৪১৩],

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ⑥

★ ৬। এরপর এর (অর্থাৎ ধূলিঝড়ের) মাধ্যমে (শত্রু) সেনাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে[৩৪১৪]।

৩৪১০। যাঁরা অশুভ চক্র ও শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করার ব্রত অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে কতই ভালবাসেন! এমনকি আল্লাহ্ ঐ যোদ্ধাগণের সাজ-সরঞ্জামকে পর্যন্ত ভালবাসেন। এর প্রমাণ হলো, আল্লাহ্ তাআলা সেই সব যোদ্ধাদের নামে, এমনকি তাদের বাহন অশ্বের নামে পর্যন্ত শপথ করছেন। 'আদিয়াত' অর্থ যোদ্ধার দল ও তাদের অশ্ব। আয়াতটি সেই সাহাবীগণের ভূয়সী প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনা করছে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় প্রাণপণ যুদ্ধ করে সহাস্য বদনে শাহাদত বরণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। আয়াতটি বলছে, তাঁরা অসীম সাহস, উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে বীরবিক্রমে অগ্রসর হন। তাঁরা এ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন, হয় জয়ী হবেন নয় তো আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণ করবেন। আয়াতটি তাঁদের অশ্বের ক্ষিপ্রগতি ও তাঁদের আক্রমণের অপ্রতিরোধ্য তীব্রতার প্রশংসা করছে। এ সব ঐশী-বাণী ঐ সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন মুসলমানদের কাছে কোন ঘোড়া ছিল না। বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যের কাছে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল, একটি ছিল হযরত মিকদাদের আর অপরটি ছিল হযরত যুবায়রের। আয়াতটি মূলত একটি ভবিষ্যদ্বাণী যে মুসলমানেরা শীঘ্রই অশ্বাধিকারী সেনা শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন বুযূর্গ 'আদিয়াত' 'মূরিয়াত' ও 'মুগীরাত' শব্দত্রয়কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত ইব্বনে আব্বাসের মতে এ শব্দগুলো হজ্জের সময়ে যে উটের সারি মক্কাভিমূখী হয়ে দৌঁড়াতে থাকে তাকেই বুঝিয়েছে। 'রূহুল মায়ানী' নামক গ্রন্থের রচয়িতার মতে এ শব্দগুলো মুসলিম অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ ও তাঁদের অশ্বকে বুঝিয়েছে। সুফী শ্রেণীর অনেকে বলেছেন, এগুলো হলো আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীগণের দ্রুতগতিতে তাদের স্রষ্টা ও প্রভুর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ধাবিত হওয়ার বিবরণ বিশেষ।

৩৪১১। মুসলিম যোদ্ধাদের ঘোড়া বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হয়। ওদের ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়। এটা আল্লাহ্র রাস্তায় মুসলমানদের যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহাতিশয্য ও উদ্দীপনাকে বুঝাচ্ছে।

৩৪১২। বীর যোদ্ধা মুসলমানগণ শত্রুর অসাবধানতার সুযোগে চুপিসারে আক্রমণ করে বাজিমাৎ করতে চায় না। বরং তারা বীরের মত সম্মুখ সমরে লিপ্ত হতে চায়। সেই বীর পুরুষগণ রাত্রির অসাবধানতার সুযোগ সন্ধান না করে সকাল বেলায় উজ্জ্বল আলোতে যুদ্ধে নামে এবং ছলনা ও চাতুরী পরিহার করে সাহসিকতার সাথে যথার্থভাবে যুদ্ধ করে।

৩৪১৩। মুসলিম সেনাদলের আক্রমণ এতই তীব্র ও অপ্রতিরোধ্য হতো যে তাদের অশ্বের ক্ষিপ্র পদাঘাতে উত্থিত ধূলাবালু দিগন্ত ছেয়ে ফেলতো।

৩৪১৪। মুসলিম যোদ্ধারা ব্যক্তিবিশেষকে কিংবা দুর্বল স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে আক্রমণ করতো না। তারা সম্মিলিতভাবে শত্রুর সম্মিলিত বাহিনীকে আক্রমণ করে তাদের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে পড়তো যে শত্রু-সেনার কেন্দ্রস্থলে তারা আঘাত হানতো।

৭। নিশ্চয় মানুষ তার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝٦

৮। আর নিশ্চয়ই সে (নিজেই) এ বিষয়ে সাক্ষী। وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝٧

৯। আর নিশ্চয়ই [ক]ধনসম্পদের ভালবাসায় সে ভীষণ মত্ত। وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝٨

১০। তবে সে কি জানে না, কবরে যা আছে তা যেদিন উদ্‌ঘাটন করা হবে[৩৪১৫] أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝٩

১১। এবং অন্তরে যা আছে তা উদ্ধার করে আনা হবে[৩৪১৬]★? وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝١٠

১ [১২] ২৫ ১২। নিশ্চয়ই সেদিন তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত হবেন[৩৪১৭]। إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝١١ ع ١٢ ٢٥

দেখুন ঃ ক. ৮৯ঃ২১।

৩৪১৫। কাফিরদের মাঝে জীবনের স্পন্দন আছে বলে মনে হয় না। তারা সকলে তাদের গৃহরূপী কবরে শায়িত রয়েছে। কিন্তু অচিরেই তারা ইসলামের বিরোধিতায় জেগে উঠবে এবং মহানবী (সাঃ)কে আক্রমণ করার জন্য দূরবর্তী মদীনা পর্যন্ত গমন করবে।

৩৪১৬। ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

★[১০ ও ১১ আয়াতে শেষ যুগের উন্নতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বু'সিরা মা ফিল কুবূর- আয়াতাংশে মাটির তলে চাপা পড়া জাতিগুলোর অবস্থা এবং ইতিবৃত্ত উদ্‌ঘাটনের কথা বুঝানো হয়েছে। এতে Archaeology (প্রত্নতত্ত্ব) এর অভাবনীয় উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণী এ যুগে আমাদের চোখের সামনে পূর্ণ হয়ে চলেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক ও বিশ্লেষকরা আশ্চর্যজনকভাবে এসব পুরাকীর্তি দেখে হাজার হাজার বছর আগের প্রাচীন জাতিগুলোর অবস্থা ও ইতিবৃত্ত উদ্‌ঘাটন করে থাকে।

হুসসিলা মা ফিস সুদূর–আয়াতাংশে প্রতিশ্রুত এ যুগে Psychology বা মনোবিজ্ঞান এর বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। একজন মানসিক রোগী ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে পারে না যতক্ষণ তার অন্তরের গোপন চাপাপড়া কথা জানা না যায়। অর্ধচেতন করার ইনজেকশন দিয়ে বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞানীরা রোগীর কাছ থেকে প্রশ্ন করে করে তার অন্তরের সব গোপন রহস্য ও তথ্য তার মুখ দিয়ে বের করে নেয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৪১৭। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত আছেন। তিনি তাদের কুকর্মের শাস্তি নিশ্চয়ই দিবেন।